

অকাল্পনিক যাত্রা

মোঃ আফিফ হায়দার



অকাল্পনিক যাত্রা

লেখক:

মোঃ আফীফ হায়দার (ধুব)

যোগাযোগ

মোবাইল: ০১৫৩৩৮৩৭৮২৩

অকাল্পনিক যাত্রা

“অকাল্পনিক” হল যা কল্পনা করা যায় না। আর “যাত্রা” অর্থ হল সফর। “অকাল্পনিক যাত্রা” অর্থ হল কোল্পনামোয় সফর। যাত্রা একটি মানুষের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, প্রত্যেকের জীবনে যাত্রা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার জীবনেও এমনই একটি কল্পনাময় যাত্রা হয়।

আমি কেবল ৭ম শ্রেণীতে পড়ি। সে সময় চলছিল গ্রীষ্মকালীন ছুটি। বৈশাখের তিনদিন পর জানলাম যে রিতি আপুরা অর্থাৎ আমার মামাতো ভাই ও মামাতো বোন ঢাকাই আসবে। আমি এবং আমার বড় ভাই রুদ্র অনেক খুশি। তারপজাবে ২০ ও ২১ তারিখের দিকে শুনলাম যে মামা-মামিদের সাথে আমার খালাতো বোন তিথি আপু ও রায়া আপুও আসবে। ২২ তারিখ জানা গেল মামা-মামিরা ঢাকাই আসবে না বরং তারা কক্স-বাজার যাবে, এবং তাদের সাথে আমার ছোট মামার দুই মেয়ে রলি আপু ও রিমি আপুও যাবে। ২৩ তারিখ সকাল ১০ টার সময় বড় মামা আম্মুকে ফোন দিল।

বড় মামার ফোন দেওয়ার কারণ হল মামা আমাদের দুই ভাইকেও নিয়ে যেতে চায়। আশু প্রথমে আমাদের দুই জনকে মামাদের সাথে কক্স বাজার পাঠাতে রাজি হলো না। তারপর আমাদের দুই ভাইয়ের বলাতে ও আবুর অনুমতি দেওয়ার কারণে আশু মামাকে হ্যাঁ বলল। মামা বলল কক্স বাজারের সাথে চট্টগ্রাম, বান্দরবান নিয়ে যাবে। মামারা আমাদের নিতে ঢাকা আসবে ২৪ তারিখ।

আজ ২৪ তারিখ। মামাদের চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহীর জন্য রওনা হবে সকাল ১০ টায়। মামারা রাজশাহী যেয়ে তিথি আপুদের বাড়িতে নামল। সেখানে তারা সকালের নাস্তা করে তিথি ও রায়া আপুকে নিয়ে মামাদের মাইক্রোতে করে ঢাকার জন্য রওনা হলো। রওনা হলো দুপুর ১২ টার সময়। আমি সকাল থেকে অনেক খুশি, কারণ রায়া আপুরা দুপুরের মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে তারা দুপুরের দিকে রওনা হয়েছে। আমি অনেক খুশি মনে স্কুলে গেলাম। স্কুলে শুধু ভাবছিলাম কখন রায়া আপুরা আসবে। স্কুল শেষে আমি তাড়াতাড়ি বাসাই গেলাম। তারপর একটু ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে একটু সমাজ বই ধরতে না ধরতে আশু আমাকে

ওষুধ কিনতে পাঠালো । তখন ঘড়িতে বাজছিল ৮ টা । ওষুধ কিনে বাসায় আসার সময় দেখি মামাদের মাইক্রো চলে এসেছে । মাইক্রো সামনে আমি দাঁড়ালাম । তখন দেখি রায়া আপু, তুর্ষ ভাইয়া , বড় মামি , রলি আপু প্রথমে গাড়ী থেকে বের হলো । তারপরে বড় মামা , নয়ন ভাইয়া , রিমি আপু, রিতি আপু ও তিথি আপু বের হলো । আমি একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে আসলাম। তারপর ভাইয়াকে ডেকে বাকি ব্যাগগুলো বাড়িতে নিয়ে আসলাম । সবাই বাড়িতে এসে আমার আর ভাইয়ার ঘরে বসল । সবাই দুইমিনিট গল্প করে হাত মুখ চলে গেল । ভাইয়ার পরেরদিন পরীক্ষা , তাই ভাইয়া পরতে বসে গেল । কিছুক্ষণ পর বড় মামি বলল গাড়ী অমি মামাদের গ্যারেজে রেখে আসতে । তখন ভাইয়া আর আমার মামাতো বড় ভাই তুর্ষ গাড়িতে করে অমি মামাদের বাসায় গেল । আসার সময় রিক্সাতে করে আসলো । এই দিকে আমরা বাকি সবাই খেতে বসলাম। তারপরে রিতি আপু আমাদের কম্পিউটারে একটা খেলল । অন্যদিকে তিথি ও রায়া আপু ক্লান্ত থাকার কারণে আমাদের বিছানাতেই ঘুমিয়ে গেল । নয়ন ভাইয়া হলো রিতি আপুদের খালাতো ভাই । সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও আমরা ভাইরা জেগে ছিলাম , ভাইয়া

পরছিল ,আমি ,তুর্ষ ভাইয়া ও নয়ন ভাইয়া সিনেমা দেখলাম।
সিনেমার নাম হলো “AVENGERS”। তুর্ষ ভাইয়া বলল যে ,
“ আজকে সারা রাত আমরা জাগবো আর কালকে গাড়ীতে
ঘুমাবো”। ওদের কোথা ওরাই মানল না। তুর্ষ ভাইয়া সবার
আগে ঘুমালো । তারপর নয়ন ভাইয়া । ভাইয়া পড়া শেষ হতেই
ঘুমিয়ে পরল । কোথা অনুযায়ী আমি সারারাত জাগলাম ।
সারারাত আমি একা একা বসে সকালের বই পড়লাম । ফজরের
আযান হলে ফজরের নামাজ পরলাম । নামাজ পোরে আবার
পড়তে বসে গেলাম । তারপরে পোণে সাতটার সময় আধা
ঘন্টার জন্য ঘুমালাম । ৭,৪৫ উঠে রেডি হলাম ।

ঠিক ৮ টার সময় আমি ইংরেজি ব্যাচে গেলাম । বাসাই তখনও
কেও উঠেনি । তাড়াতাড়ি আমি ব্যাচ শেষ করে বাসায়
আসলাম । সবাই উঠে গেছে খালি রিমি আপু , নয়ন ও তুর্ষ
ভাইয়া বাদ দিয়ে । আম্মু সবাইকে নাস্তা খাওয়ার পর ছোট
ফুফুর সাথে সবাই গল্প করল । আমি নাস্তা খেয়ে আমার গণিত
ব্যাচে গেলাম । ব্যাচে তাড়াতাড়ি অংক করলাম । বাসায়
আসার পর সব ভাই-বোন অনেক মজা করলাম , শুধু মাত্র
ভাইয়া বাদ দিয়ে । ভাইয়া পরীক্ষা দিতে গেছিলো । দুপুর ১২

টার সময় আমি আর তুর্য ভাইয়া একটা কন্ডিশনার ও ফুটবলে পাম্প দিতে নিয়ে গেছিলাম। তারপর আসার পর মামি আম্মুকে ফোন করে বলল সবাইকে গোসল করতে। সবাই এক এক করে গোসলে ঢুকলাম। রিতি আপুর গোসল করতে করতে ভাইয়া কলেজ থেকে চলে আসলো। ভাইয়া যখন গোসল করার সময় আমরা বাকি ভাই-বোনেরা ভাত খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পর তুর্য ভাইয়া বলল সব নাটক, সিনেমা, গান পেন ড্রাইভে [PEN DRIVE] নিয়ে নিতে। দুপুর ৩,৩০ টাই আমরা সব ব্যাগ নিয়ে নিচে নামলাম। মামাদের মাইক্রো আমাদের বাসার সামনে ছিল। সব ব্যাগ গাড়ীতে উঠানোর পর আমরা অনেক ছবি তুললাম। তারপর গাড়ীতে উঠার জন্য প্রস্তুতি নিলো। আম্মু সবার জন্য দোয়া করল। তারপর আমরা গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী দ্রুত বাসা থেকে দূরে চলে গেল। এবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা। যাওয়ার পথে মামা আমাদের শহীদ মিনার দেখাল। কিছু পথ যেতে না যেতেই একটা পুলিশ আমাদের গাড়ীকে ধরল। কী জানি একটা নিয়ম ভাঙার কারণে আমাদের জরিমানা দিতে হলো। একটু পথ আগানোর পর আবার আরেকটা পুলিশ ধরল। এই পুলিশ জরিমানা না নিয়েই

আমাদের ছেড়ে দিল । তারপরে কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর
এশীর বাতাসে আমার ঘুম চলে আসলো । আর অন্যদিকে
ভাইয়ারা গান ছাড়ছিল । যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা
৬ টা । বিকালের নাস্তা করার জন্য একটা হোটেলে নামলাম
সেখানে আমরা পাটিসাপটা ও চিপস খেলাম । তারপর আমরা
আবার গাড়ীতে যেয়ে বসলাম । তারপর আসতে আসতে আমরা
চট্টগ্রামে ঢুকে গেলাম । রায়া আপু আমাদেরকে পাহাড় দেখাছিল
এভাবে বেজে গেল রাত ১০,০০ টা আমরা অনেক খাবারের
হোটেল খুঁজলাম কিন্তু সব বন্ধ । তারপর রাত ১১ টায় আমরা
আমাদের আবাসিক হোটেল পৌঁছালাম ।



হোটেল স্টারপার্ক

হোটেলের দুকে মামা সবার রুমের চাবি নিলো । মামা সবার জন্য বিরিয়ানি আনাল তারপর সবাই সবার রুমে গেল । ভাইদের রুমে আমি সবার আগে বাথরুমে গেলাম । ফুডেশ হওয়ার পর খাবার আসলো খাবার খেয়ে একটু টীভী দেখলাম । তারপর আমরা সব ভাইরা তিথি আপুদের রুমে গেলাম । সেখানে যেয়ে দেখি রুমে কেউ নাই । তিথি আপুরা রিতি আপুদের রুমে আছে । সেখান থেকে চাবি নিয়ে তিথি আপুদের রুম খুলে সেখানে বসলাম । কিছুক্ষণ পরে সবাই চলে আসলো । সারারাত আমরা গল্প করলাম । সকাল ৬ টার সময় আমরা ঘুমাতে গেলাম ।

আমরা ঘুম থেকে উঠলাম সকাল ১০ টায় । আমরা সবাই উঠে সর্বপ্রথম গোসল করলাম । তারপর সকালের নাস্তা আসলে আমরা সবাই নাস্তা করলাম । নাস্তা করে সবাই ফোন নিয়ে বসে গেল । আমি তুর্য ভাইয়ার ল্যাপটপে **AVENGERS END GAME** দেখলাম । তারপরে দুপুর হলে আমরা একটা হোটেল খেললাম । তারপরে আমরা একটা পার্কে ঘুড়তে গেলাম । সেখানে মামা সবার জন্য টিকিট কিনল ।

আমরা ভিতরে দুকে অনেক ছবি তুললাম । তারপরে আমরা

অকাল্পনিক যাত্রা



অনেক রাইডে উঠলাম ।

প্রথম রাইডের নাম হলো পাইরেট শিপ । সে রাইডটা অনেক মজার ছিল । তারপর আমরা পার্কের লেকে নৌকাই করে ঘুরলাম । ঘুরার সময় সেখানে একটা অনেক সুন্দর রিসোর্ট দেখলাম । সেই রিসোর্ট দেখে আমার মন ভরে গেছিলো ।



তারপর আমরা পুরো লেক ঘুরে ।

পার্কের মধ্য স্থানে ছবি তুললাম । এরপর আমরা একটা স্লিপিং রাইডে উঠলাম । আমি আর রিমি আপু একসঙ্গে উঠলাম । পার্কের ফুড কোট আমরা সবায় আইসক্রিম খেলাম । পার্ক থেকে বের হয়ে আমরা সবাই দুধ চা খেলাম । রিমি আপু তিথি আপুকে

ভাজা মুড়ি কিনে দিতে বলল । তিথি আপু কিনে দিল । তারপর রিমি আপু বলল হটলে যেয়ে টাকা দিয়ে দিবে । তারপর আমরা হোটেলের জন্য রওনা হলাম । সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পতেঙ্গা যাওয়া হলো না । হোটеле জেয়ে আমরা সবাই আমাদের রুম পরিবর্তন করলাম । তারপরে রুমে ফ্রেস হয়ে , মামা যখন রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকল , তখন একসঙ্গে হোটেলের গেলাম । হোটেলের আমরা ভাইবোনরা মোরগ পোলাও খেলাম । খাওয়ার পর নয়ন ভাইয়া একটা চিপস কিনল । রাতে ভাইয়া আর তুর্ষ ভাইয়া গেম খেলছিল । আর আমি টিভি দেখছিলাম । একটু রাত হতে না হতেই সবাই ঘুমিয়ে গেলাম ।

পরেরদিন সকালে আমাদের ঘুম থেকে উঠার কথা সকাল ৭ টার সময় । আমরা ভাইরা উঠলাম সকাল ৯ টায় । উঠে আমরা তাড়াতাড়ি করে গোসল করলাম । তারপর সবাই মিলে আমরা নাস্তা করতে গেলাম । সেখানে নাস্তাই পরটা , মাংস , ডিম ছিল । নাস্তা করার পর আমরা গাড়িতে করে পতেঙ্গার জন্য বের হলাম । পতেঙ্গায় যাওয়ার পথে আমরা অনেক গান শুনলাম , আর গল্প করলাম । পতেঙ্গাই পৌছাতে পৌছাতে আমাদের ক্ষণ লাগল ।



পতেঙ্গা সমুদ্রবন্দর

পতেঙ্গায়ে ঢুকে ঢুকেই আমরা সকলে সমুদ্র দেখে মুগ্ধ হলাম ।
আমরা সবাই সমুদ্রে পা ভিজালাম , ছবি তুললাম । আমরা
সেখানে আমরা সবাই স্পিড বোর্ডে উঠলাম। একটা ফটোগ্রাফার
আমাদের সবার সুন্দর সুন্দর ছবি তুলল । তারপর আমরা
সেখানকার আঞ্চলিক হোটেলে আমরা চিংড়ি ও ভাত খেলাম।



চিংড়ি

থাওয়ার পর সবাই একটু বাজার করলাম । তারপর গাড়িতে উঠে বান্দরবান যাওয়ার জন্য রওনা হলাম । আবারও আমি এসির বাতাসে ঘুমিয়ে পরলাম । যখন আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন আমরা বান্দরবানের কিছু দূরে । বান্দরবানে দুকার পথে একটা বিশাল হোটেল নাম পর্যটন মোটেল ।



প্রথমে মামা ভিতরে ঢুকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিলো যে এখানে রাতে থাকা যাবে কিনা । তারা যখন হ্যাঁ বলল তখন ভিতরে ঢুকে অয়াইফাই পাশ্বওয়ার্ড নিয়ে আমরা সবাই রুমে চলে গেলাম । আমি সবার প্রথমে গোসলে ঢুকলাম । সব ভাইরা আমাকে বাদ দিয়ে বাহিরে চলে গেল । বাথরুমে ছিল একটা বড় মাকড়সা । আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলাম । আমি বের হয়ে টিভি দেখা শুরু করলাম । সবাই ফ্রেস হয়ে আসার পর

আমরা রাতের খাবার খেতে গেলাম । খাওয়া দাওয়া করার পর
মামা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে বলল । পরিবেশ দেখে
আমাদের কাররই ঘুমাতে ইচ্ছা করল না । মামা রুমে যাওয়ার
পর সবাই রুম থেকে বের হয়ে মোটেলের উদ্যানে যেয়ে
সারারাত গল্প করলাম । রাত ৪ টার সময় সবাই ঘুমালাম ।

উঠলাম সকাল ৬ টাই । উঠে তাড়াতাড়ি করে দাঁত ব্রাশ
করলাম । তারপর আমাদের চান্দের গাড়ী আসলো । চান্দের



চান্দের গাড়ী

গাড়িতে করে আমরা একটা হোটেলে আসলাম । সেই হোটেলে
আমরা সকালের নাস্তা করলাম । নাস্তা করে আমরা চান্দের
গাড়িতে করে নীলগিরি যাওয়ার জন্য রওনা হলাম । আমাদের

নীলগিরি পৌছাতে পৌছাতে সাড়ে এগারটা বেজে গেল ।
তারপর টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে অনেক ছবি তুললাম ।
নীলগিরি চারপাশের পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম ।
নীলগিরি থেকে আবার হটেলের জন্য রওনা হলাম ঠিক সাড়ে ১২
টার সময় । হোটেলে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে কক্স বাজারের
জন্য রওনা হলাম । কক্স বাজার পুরো পথ আমি ঘূমলাম । কক্স
বাজার পৌঁছানোর কিছুপথ আগে একটা হোটেলে দারিয়ে
মঙ্গলাই পরটা খেললাম । তখন তিথি আপুরা বলল ওরা ৩০
তারিখ রাজশাহী চলে যাবে । এই কথা শুনে সবার মন খারাপ
হয়ে গেল । মামারা অনেক বুঝানোর পরেও তারা মানল না ।
এসব বাদ দিয়ে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে যেতে থাকলাম
। আমাদের হোটেলের নাম হলো সী ক্রউন ।



এই হোটেলটি কলাতলি বিচের সামনে অবস্থিত । এ বিচটি
দেখতে অনেক সুন্দর । এ বিচ দেখে আমার মন ও প্রান ভরে
গেল ।



কলাতলি সমুদ্রসৈকত

আমরা প্রথমে আমাদের রুম নির্বাচন করলাম । তারপর আমরা

ফ্রেস হয়ে আমরা বীচে গেলাম। বিচে গিয়ে আমরা অনেক ছবি তুলি, আমাদের পা ভিজায়। তারপরে মামা খেতে ডাকলে আমরা সবাই খেতে গেলাম। আমি খেলাম ভাত আর মুরগির মাংস। তারপরে রুমে যেয়ে কিছুক্ষণ টিভি দেখে সবাই ঘুমিয়ে গেলাম।

পরেরদিন সকাল ১০ টার দিকে মামা আমাদের নাস্তার জন্য ডাকতে আসলো। সকালে সবাই হোটেলে বুফে নাস্তা করলাম। আমরা পরটা ইচ্ছা মতো নিছিলাম। নাস্তা সেস হয়ার পর আমরা সমুদ্রে গোসল করতে গেলাম। গোসলই করলাম দুপুর ১ টা পর্যন্ত। তারপর রুমে গিয়ে আবার গোসল করলাম। সবার গোসল শেষ হলে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা হিমছড়ি গেলাম। হিমছড়ির মার্কেট থেকে আমরা সবার জন্য নানা জিনিস কিনলাম। তারপর আমরা আবার হোটেলে গিয়ে AVENGERS END GAME ডাউনলোড করলাম। তুর্য ভাইয়া সবার জন্য বার্গার আণালো। সেই বার্গার খেয়ে সারারাত সিনেমা দেখলাম।

আজকে তিথি আপুরা চলে যাবে, সবার ওনেক মন খাড়াপ। সকালে নাস্তা করে রায়া আপুরা বাজাড় করতে সুগন্ধা পৈন্টে

অকাল্পনিক যাত্রা

গেলাম । সেখানে ওরা অনেক কেনাকাটা করল । তারপরে
আমরা সমুদ্রে গোসল করলাম । তারপর রুমে গিয়ে গোসল করে
খাবার খেতে গেলাম । খাবার খাওয়া হলে তিথি আপুদেরকে
বাশস্ট্যান্ডে রাখতে গেলাম । তারপর এশে সবাই গল্প করলাম ।
রাতে আমরা কেউ আর জাগলাম না ।

সকালে আমরা আবার ঢাকাই আসার জন্য রওনা হলাম
এভাবেই শেষ হল আমার সফর । এই ভ্রমণ আমার সারা জীবন
মনে থাকবে ।

সমাপ্ত



লেখক পরিচিতি:

নাম: মো: আফীফ হায়দার

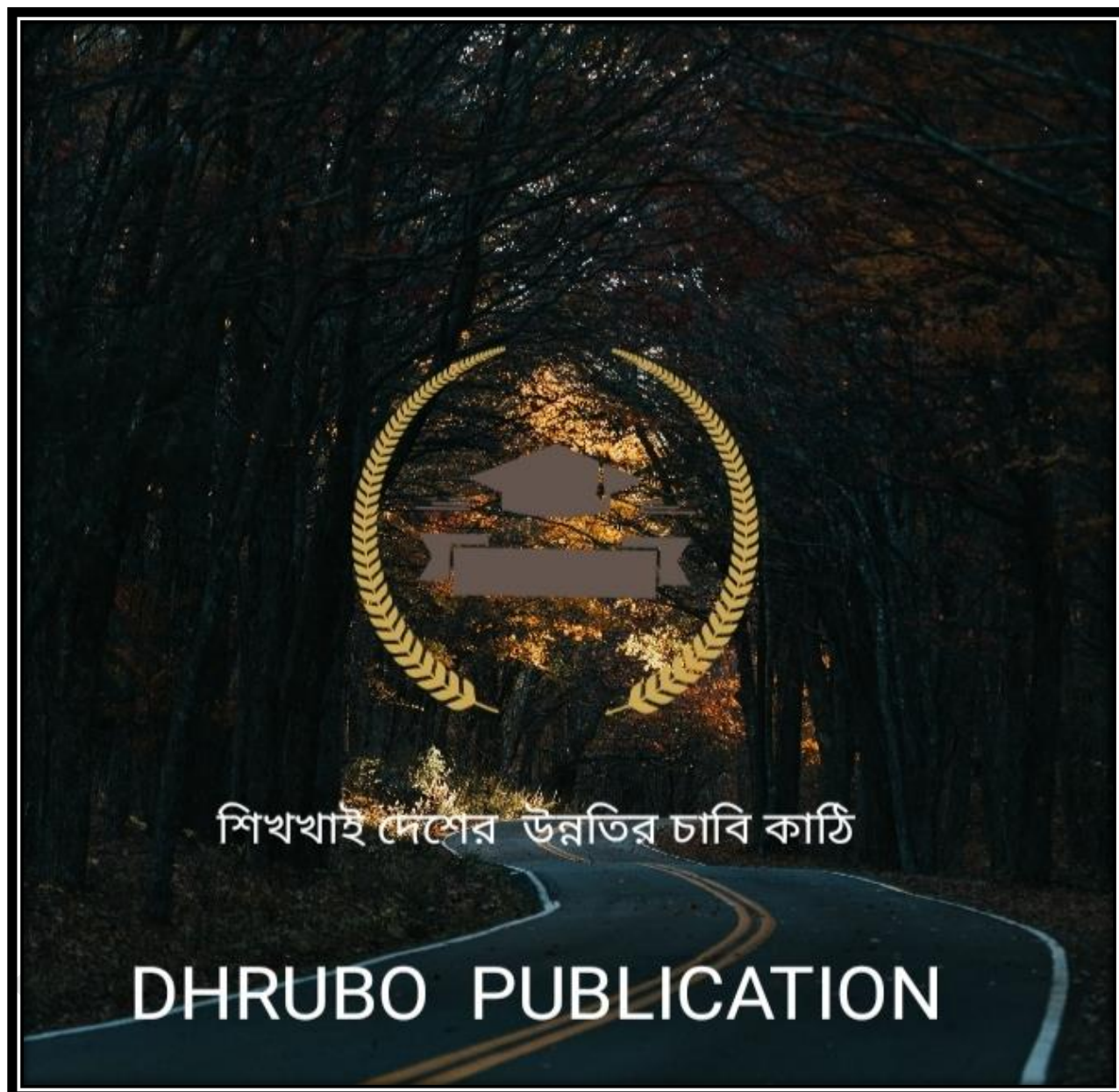
স্কুলের নাম: মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

শ্রেণি: ৮ম

পিতার নাম: এ,টি,এম জুলফিকার হায়দার

মাতার নাম: মোশা: আয়েশা রেহেনা

জন্ম তারিখ: ১৩।০৩।২০০৬



শিখখাই দেশের উন্নতির চাবি কাঠি

DHRUBO PUBLICATION